ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
প্রধান কার্যালয়
পলল্লী ভবন (৭ম তলা)
৫, কাওরান বাজার,ঢাকা-১২১৫
www.sfdf.org.bd

শুদ্ধাচার ও সুশাসনের সদস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধান বিষয়ে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্তে গঠিত 'নৈতিকতা কমিটি' এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ জনাব আবুল হাসেম মোঃ আবদুল্লাহ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ও
সভাপতি
শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্তে
গঠিত নৈতিকতা কমিটি

স্থানঃ প্রধান কার্যালয়স্থ সম্মেলন কক্ষ
তারিখঃ ২২ নভেম্বর, ২০১৫
সময়ঃ বেলা ০৩:৩০ ঘটিকা

উপস্থিত সদস্যবৃন্দঃ পরিশিষ্ট-ক

ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্তে গঠিত 'নৈতিকতা কমিটি' এর সভাপতির সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শরু হয়। সভায় নৈতিকতা কমিটিকে তথ্য উপাত্ত সরবরাহের মাধ্যমে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন ও জনাব মোঃ আনিছুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, আজকের সভাটি মূলত শুদ্ধাচার ও সুশাসনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে আলোচনার বিষয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। তবে বিগত ১৫।১১।২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলেও এ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ি মহাব্যবস্থাপক, প্রকল্প পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধানদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এটি আজ চূড়ান্ত করা হবে। যেহেতু নভেম্বর ২০১৫ মাস প্রায় শেষ পর্যায়ে তাই এ মাস শেষে নভেম্বর'১৫ পর্যন্ত অর্জন দেখিয়ে কর্মপরিকল্পনাটি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরনের ব্যবস্থা নেয়া যায়। তিনি আরো বলেন ফাউন্ডেশনের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা জানুয়ারি ২০১৫-জুন২০১৬ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেসব কমিটি গঠন করা হয়েছে এসব কমিটির সাপ্তাহিক/মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক সভা অনুষ্ঠানসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও যথাস্থানে প্রেরণ এবং এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম নিয়মিত সম্পাদন করতে হবে। এ লক্ষ্যে যে কোন সভায় অদ্যকার সভার মত মহাব্যবস্থাপক, উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং বিভাগ প্রধানগণসহ সংশ্লিষ্ট কমিটিকে সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে নির্ধারিত কর্মকর্তাগণও উপস্থিত থাকবেন। তিনি আরও বলেন শুদ্ধাচার ও সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে যে কোন প্রতিষ্ঠানেই দুর্নীতিবাজ ও অসাধু কর্মকর্তাদের প্রশ্রয় দেয়া কিংবা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া না হলেও তা শুদ্ধাচার ও সুশাসনকে বাধাগ্রস্থ করে। এ ফাউন্ডেশনেও এ ধরনের কিছু অসাধু কর্মকর্তা রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্ত ইতোমধ্যে ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যবস্থাগ্রহন শুরু হয়েছে এবং অনেককে চাকুরীচ্যুত করাসহ নানা ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং তিনি আরও বলেন বিগত ২৫ অক্টোবর'১৫ তারিখে নেতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে যেসব টার্মস অব রেফারেন্স দেয়া হয়েছে তা প্রতিপালনে ফাউন্ডেশনোর সাথে সাথে প্রকল্পের জনবলকে এ সংক্রান্ত সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত অবহিত করা আবশ্যক। এ ছাড়া শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ফাউন্ডেশনের মত প্রকল্পের জন্যও আলাদাভাবে প্রণয়নপূর্বক ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হবে। বিশদ আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

০১। চূড়ান্ত কর্মপরিকল্পনায় ২২ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রদর্শন করা হলেও ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত তথ্য হালনাগাদসহ প্রণয়নকৃত শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্তে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা জানুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৬ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করা হবে।

০২। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব আল-মামুন মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও প্রকল্পের পক্ষ থেকে উপ-প্রকল্প পরিচালক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপকের নিকট

উপস্থাপন করবেন । মহাব্যবস্থাপক উভয় প্রতিবেদন সমন্বিত আকারে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবরে পেশ করবে।

০৩। শুদ্ধাচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ফাউন্ডেশন কর্তৃক ইতোমধ্যে যে সকল কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা চলমান রয়েছে তাদের এসব বিষয় দ্রুত নিস্পন্নসহ এ ব্যবস্থা চলমান রাখা হবে।

০৪। আগামী জানুয়ারি ২০১৬ মাসে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ২দিন মেয়াদে ১টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ফাউন্ডেশন এবং প্রকল্পের সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও সিনিয়র উপজেলা ব্যবস্থাপক/উপজেলা ব্যবস্থাপকগণকে মনোনয়ন দেয়া হবে। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে জনপ্রশাসনের জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষক হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২২/১১/১৫

(এ এইচ এম আবদুল্লাহ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ও
সভাপতি